ঢাবি গ্রাজুয়েট নির্বাচনের প্রথম দিনে নানা অভিযোগ

15 SEP 2013

যুগান্তর

যুগান্তর রিপোর্ট

নানা অনিয়ম-অব্যবস্থাপনা আর বিতর্কের মধ্যে শনিবার শুরু হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট নির্বাচন। তিন দফায় সারাদেশের ৪৩টি কেন্দ্রে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। শনিবার প্রথমদফায় ২৭টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হয়। কিন্তু এ নিয়ে রয়েছে প্রার্থী আর ভোটারদের নানা অভিযোগ। ২৭ কেন্দ্রের প্রায় সবক'টিতে ভোটার উপস্থিতি ছিল কম। ভোটাররা ভোটার পরিচয়পত্র না পাওয়ায় ভোট দিতে পারেননি। ফলে অনেক কেন্দ্রে ভোটাররা ফিরে অভিযোগ : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৫

অভিযোগ : প্রথম দিনে নানা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গেছেন। আবার কোথাও ভোটাররা উপস্থিত হলেও উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে তারা ভোট দিতে পারেননি। আবার এমন কেন্দ্রও ছিল, যেখানে ভোটগ্রহণ সম্ভব হয়নি। অভিযোগ পাওয়া গেছে, ছাত্রলীগ সরকার সমর্থকদের পক্ষে জাল ভোট দেয়ার। বরিশাল ও সিলেটে নির্ধারিত সময়ে ভোটগ্রহণ সম্ভব হয়নি। লক্ষ্মীপুরে ভোট গ্রহণই করা যায়নি। সেখানে ১২২ জন ভোটারের মধ্যে হাতেগোনা ১০-১৫ জন ভোটার পরিচয়পত্র পান। যে কারণে সেখানে অন্যদের ভোটগ্রহণে বাধা সৃষ্টি করা হয়।

ভোটগ্রহণ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনিয়ম আর অব্যবস্থাপনার অভিযোগ আগেই করা হয়েছিল প্রার্থীদের পক্ষ থেকে। শুক্রবার বেলা ১১টায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে এক সংবাদ সম্মেলন করে জাতীয়তাবাদী পরিষদ। তখন তারা অভিযোগ করেন, ২০০৯ সালের সিনেট গ্রাজুয়েট নির্বাচনে কারচুপি, কারসাজি, কর্তৃপক্ষের একতরফা এবং সর্বশেষ নির্বাচনের দিন তাদের ভোটার ও প্রার্থীদের ওপর হামলা চালায় কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়ার ঘটনা ঘটেছে, এবারের নির্বাচনকে সামনে রেখেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে পারে বলে আশংকা প্রকাশ করেন তারা।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সাবেক সংসদ সদস্য ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সভাপতি মনিরুল হক চৌধুরী। এ সময় অন্যদের মধ্যে আরও বক্তৃতা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপ-উপাচার্য প্রফেসর আ ক ম ইউসুফ হায়দার, বিপিবি সাবেক মাহফুজুল্লাহ, বিশ্ববিদ্যালয় সাদা দলের নেত্রী তাজমেরী এম ইসলাম, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক আক্তার হোসাইন খান প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন, সিবিটি ফর ডেমোক্রেসির প্রেসিডেন্ট হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ।

তারা এতে অভিযোগ করেন, এবারের ভোটার তালিকা করা থেকেই শুরু হয়েছে দুর্নীতি। ৭০ ভাগেরও বেশি ভোটার এবার আইডি কার্ড পাননি। যারা ভোটার আইডি কার্ড পাননি তাদের স্থানীয়ভাবে ভোটার আইডি কার্ড না দিয়ে আইডি কার্ডের জন্য ঢাকায় আসতে বলা হয়েছে। অর্থ দূরত্বের কারণে যেসব গ্রাজুয়েট ঢাকায় এসে আইডি কার্ড নিতে ব্যর্থ হয়েছেন তাদের কার্ড নিয়ে শুরু হয়েছে নানা জালিয়াতি। অথচ ঢাকায় কার্ড নিতে আসতে পারেননি এমন অনেক গ্রাজুয়েটের কার্ড তার রেফারেন্স দিয়ে নেয়া হচ্ছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে-তা দেয়া হচ্ছে কেনো ধরনের যাচাই-বাছাই ছাড়াই। ফলে নির্বাচনে জালিয়াতির পথ প্রশস্ত হয়েছে।

আওয়ামী লীগ-বামপন্থী গণতান্ত্রিক পরিষদ ও বিএনপি-জামায়াতপন্থী জাতীয়তাবাদী পরিষদ মিলে এবার মোট ৭২ জন গ্র্যাজুয়েট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। মোট ৩৪ হাজার ৫৪৫ জন গ্র্যাজুয়েট এ নির্বাচনের ভোটার। গ্র্যাজুয়েটদের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে মোট ২৫ জন গ্র্যাজুয়েটকে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট হিসেবে সিনেটের প্রতিনিধি ঘোষণা করা হবে। তিন ধাপে ভোটগ্রহণ শেষে আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর ভোট গণনা ও ৩০ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. কামাল উদ্দিন নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করবেন। বাকি দু'ধাপে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে টিএসসি, নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন ও বিশ্ববিদ্যালয় শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রে ২৮ সেপ্টেম্বর এবং এর আগে ঢাকা বিভাগের ১৫টি কেন্দ্র হচ্ছে ২১ সেপ্টেম্বর ভোটগ্রহণ করা হবে।

শতকরা ভোটকেন্দ্র : শনিবার ঢাকা ছাড়া অন্য বিভাগগুলোতে স্থাপিত ২৭টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ করা হয়। কেন্দ্রগুলো হলো- গৌরেবাংলা মেডিকেল কলেজ, বরিশাল, আপেলকড়া শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত ডিগ্রি কলেজ, বরিশাল, সরকারি মোহরাওয়ার্দী কলেজ, শিরোজপুর, শিক্ষক মিলনায়তন কক্ষ, বগুড়া সরকারি কলেজ, বগুড়া, কালকাঠি সরকারি কলেজ, কালকাঠি, পটুয়াখালী সরকারি কলেজ, পটুয়াখালী, ভোলা সরকারি কলেজ, ভোলা, লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজ, লক্ষ্মীপুর, চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম, সিইউবিএ সরকারি কলেজ, কুমিল্লা, শেরপুর সরকারি কলেজ, শেরপুর, নেত্রকোনা সরকারি কলেজ, নেত্রকোনা, শরীয়তপুর সরকারি কলেজ, শরীয়তপুর, সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজ, গোপালগঞ্জ, এফআইএমসি কক্ষ (পাথলজি বিভাগ সংলগ্ন), ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর সরকারি কলেজ, চাঁদপুর, চৌমুহনী সরকারি এমএ কলেজ, নোয়াখালী, এমসি কলেজ, সিলেট, আযম খান সরকারি কমার্স কলেজ, খুলনা, সরকারি মাইকেল মধুসূদন কলেজ, যশোর, সাতক্ষীরা সরকারি মহিলা কলেজ, সাতক্ষীরা, সরকারি সেনি কলেজ, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ, কুষ্টিয়া, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া, সরকারি কারমাইকেল কলেজ, রংপুর, সরকারি র‍্যাডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা।

প্রার্থী যারা : এ বছর গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদের মনোনীত প্রার্থীরা হলেন অধ্যাপক ড. অসীম সরকার (প্রাক্তন ছাত্রনেতা হল, চেয়ারম্যান, সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাবি), এফআরএম মনজুরুল আহসান বুলবুল (প্রধান সম্পাদক, বৈশাখী টেলিভিশন), এএইচএম এনামুল হক চৌধুরী (ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাবি), অধ্যাপক গোলাম রাব্বানী (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাবি), এবিএম বদরুদ্দোজা (সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার, জনতা ব্যাংক লিমিটেড), অধ্যাপক ডা. এম ইকবাল আর্সলান (মন্ত্রণালয়, বিএমও, চেয়ারম্যান প্রাণ রসায়ন বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়), এম ফরিদ উদ্দিন (ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রূপালী ব্যাংক লিমিটেড), অধ্যাপক ড. এসএম ইমামুল হক (মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগ, ঢাবি), এমএম বাহলুল মজনুন চুন্নু (সিনিয়র সদস্য, ঢাবি), নার্গিস জাহান বানু (মানবাধিকার কর্মী), মাহফুজা খানম (সভাপতি, বিশ্ব শিক্ষক ফেডারেশন), প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুর রউফ (চেয়ারম্যান, ভূমিজা সদর উপজেলা), অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আবদুস সামাদ (ডিপি, ইউআইটিএম, অধ্যাপক, সমাজকল্যাণ ইনস্টিটিউট, ঢাবি), ড. মোঃ ফয়জুল উদ্দিন (সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক), অধ্যাপক মোঃ আবদুল বারী (প্রেসিডিয়াম সদস্য, বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি), ড. মোঃ আজিজুর রহমান (প্রাক্তন, স্যার এএফ রহমান হল, ঢাবি), মোঃ আবদুল্লাহ (সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী আইনজীবী সমিতি), মোঃ আলাউদ্দিন (সভাপতি, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড), ড. লিয়াকত হোসেন মেঙ্গু (সভাপতি, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, কৃষি ব্যাংক লিমিটেড), ড. মোঃ শামসুল হক ভূঁইয়া (চেয়ারম্যান, এ্যাপোলো গ্রুপ), অধ্যাপক ডা. মোঃ শামসুদ্দিন আহমেদ (বিভাগীয় প্রধান, চক্ষু বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়), মোঃ শাহজালাল মজুমদার চেয়ারম্যান, শাহজালাল গ্রুপ), রঞ্জিত কুমার সাহা (সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি), সুসেন্দু কৃষ্ণ মজুমদার (আন্তর্জাতিক সভাপতি, ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইন্সটিটিউট), অধ্যাপক ডা. সরদার নাঈম (চেয়ারম্যান, জাপান-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ হাসপাতাল, ঢাকা)।

অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী পরিষদের মনোনীত প্রার্থীরা হলেন অধ্যাপক ড. আবদুল আজিজ (উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাবি), অধ্যাপক ড. আ ক ম ইউসুফ হায়দার (পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাবি), অধ্যাপক উম্মে কুলসুম রওজাতর রোশান (রসায়ন বিভাগ, ঢাবি), অধ্যাপক এবিএম ফজলুর করিম (বাংলা বিভাগ, ঢাবি), এবেএম রফিকুন্নবী (ব্যবসায়ী), এবিএম মোশারফ হোসেন (ব্যবসায়ী), ডা. এসএম রফিকুল ইসলাম (সহযোগী অধ্যাপক, এনাম মেডিকেল কলেজ, সাভার), অধ্যাপক ড. চৌধুরী হাসান মাহমুদ (কার্ডিওভাস্কুলার ফার্মেসি বিভাগ, ঢাবি), ব্যারিস্টার নাছির উদ্দিন আহমেদ আমীম (আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট), ডা. প্রভাত চন্দ্র বিশ্বাস (সরকারী অধ্যাপক, পোরেলো মেডিকেল কলেজ, বরিশাল), মাহফুজ উল্লাহ (গণসাধারণ ব্যক্তিত্ব), ড. মোঃ আবদুল হাসিব পাটোয়ারী (চেয়ারম্যান, ইউসিসি গ্রুপ), মোঃ আবদুল সালাম (ব্যবসায়ী), অধ্যক্ষ মোঃ আশরাফুল হক (হলি চাইল্ড কলেজ, ঢাকা), মোঃ ওমর ফারুক ভূঁইয়া (ভাইস প্রেসিডেন্ট, এনসিসি ব্যাংক), অ্যাডভোকেট মোঃ জসীম উদ্দিন সরকার (আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট), অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মোর্শেদ হাসান খান (মার্কেটিং বিভাগ, ঢাবি), মোঃ মোস্তফা খান সফরী (ব্যবসায়ী), মোঃ শফিউল বারী (ব্যবসায়ী), অধ্যক্ষ মোঃ নেসিম ভূঁইয়া (চেয়ারম্যান, শিক্ষক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ), মোঃ হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ (চেয়ারম্যান, সিবিটি ফর ডেমোক্রেসি), ড. এসএম আশাদুজ্জামান রিপন, বেএম আসিফুজ্জামান, অধ্যাপক ডা. মোঃ রফিকুল কবির (শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ, বগুড়া) এবং গোলেব আহমেদ রাজু (সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, এনসিসি ব্যাংক)।

উৎসবমুখর পরিবেশ : চাঁদপুর প্রতিনিধি জানান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট নির্বাচনে শনিবার চাঁদপুরে উৎসবমুখর পরিবেশ ছিল। জেলার একমাত্র ভোট কেন্দ্র চাঁদপুর সরকারি কলেজে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত ভোটাররা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। চাঁদপুর সিনেটের গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদের সদস্য হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. শামসুল হক ভূঁইয়া। অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী পরিষদ চাঁদপুরের প্রার্থী রয়েছে ইউসিসি গ্রুপের চেয়ারম্যান এবএ হাসিব পাটওয়ারী টিটু ও জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মোস্তফা খান সফরী।

প্রতিবাদ সভা : লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি জানান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের ২৫ জন রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েটের প্রতিনিধি নির্বাচন শনিবার লক্ষ্মীপুর সরকারি মহিলা কলেজ কেন্দ্রে ভোট অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। ভোট কেন্দ্রে ভোটার সংখ্যা ১০২ জন। এর মধ্যে ১৫ জন ভোটার কার্ড পেয়েছে। বাকি ৮৭ জন ভোটার কার্ড না পাওয়ায় সবাই নির্বাচন বয়কট করেন। এ ঘটনার প্রতিবাদে সকালে সরকারি মহিলা কলেজের সামনে সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় বক্তব্য রাখেন প্রফেসর আবদুল লতিফ, প্রফেসর দেলোয়ার হোসেন, অ্যাডভোকেট হাছিবুর রহমান, অ্যাডভোকেট ফখরুল ইসলাম নাহিদ প্রমুখ।

ভোটারদের ক্ষোভ-বিক্ষোভ : ভোলা প্রতিনিধি জানান, শনিবার অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট নির্বাচনে ভোলা সরকারি কলেজ কেন্দ্রে ১৪০ ভোটারের মধ্যে ভোটার আইডি কার্ড পাননি ৭০ জনই। এ নিয়ে ওই কেন্দ্রে ক্ষোভ ও বিক্ষোভ করেন ভোটাররা।

ওই কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসার বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী রেজিস্ট্রার মোঃ ওসমান গনি ভূঁইয়া জানান, এ ক্ষেত্রে তাদের কিছু করার নেই। ভোটারকার্ড হারানো গেলে বা না পেলে ফের ভোটারদের ২০ টাকা জরিমানা দিয়ে আবেদন করতে হবে বিশ্ব বিদ্যালয়ের রিজিস্ট্রার বরাবর। এর পর তারা চাহিদা দিয়ে ভোট দেয়ার সুযোগ পেতে পারেন।

পরিচয়পত্র নিয়ে জটিলতা : সিলেট ব্যুরো জানায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচন-২০১৩ সিলেট কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন। শনিবার এমসি কলেজের শিব বিদ্যালয় ভবন কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ করা হয়। কেন্দ্রে ৫ ২০৩ জন ভোটারের মধ্যে ৬৯ জন ভোট প্রয়োগ করেন।

এদিকে সিলেটের অনেক ভোটার পরিচয়পত্র ইস্যু না করায় ভোট দিতে পারেননি বলে অভিযোগ উঠেছে। পরিচয়পত্র নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হওয়ায় ভোট গ্রহণ কার্যক্রম দুপুরে প্রায় আধ ঘণ্টা বন্ধ ছিল। পরে পুলিশি পাহারায় আবার ভোটগ্রহণ শুরু হয়।

পেরপুরে অনেক ফিরে গেছেন : পেরপুর প্রতিনিধি জানান, পেরপুর সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে ২৫ জন রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচনের ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। এ কেন্দ্রে ২৮৮ জন ভোটারের মধ্যে ১৮২ জন ভোটার বৃষ্টি উপেক্ষা করে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। অনেকে ভোট কেন্দ্রে এসে ভোটার পরিচয়পত্র না পাওয়ায় ভোট দিতে না পেরে ফিরে গেছেন। নির্বাচন উপলক্ষে পুলিশ কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করে।